কবি-সাহিত্যিক ও ওয়েব ম্যাগাজিন সমাচার

ডঃ মহিউদ্দিন শানু

গর্জাইল, তো বর্ষাইল না কেন? মেঘ গর্জনের পরে যদি না বর্ষায়, তবে মানুষ তা ঠিক মেনে নিতে পারে না। যেন প্রকৃতি ঠিক কাজটি করলো না। অবশ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেয়া যায় না! মানুষ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা মেনেই নেয়। আমি প্রকৃতিও নই, মেঘও নই– সামান্য মানুষ। গর্জানো বা বর্ষানোর ক্ষমতা আমার তেমন নেই। তবে মাঝে মধ্যে একটু লেখনী চালনা করি– এই আর কি! তাতে কখনো-সখনো গর্জানো বা বর্ষানোর একটা 'ভাব' এসে যায়। তাতেই আত্মতৃপ্তি! মানুষ হয়তো আড়ালে-আবডালে মুখ টিপে হাসে আর মুখে বলেঃ হাতি-ঘোড়া গেল তল, ভেঁড়া বলে কতো জল!

কর্ণফুলিতে প্রকাশিত 'ট্যাক্সি ড্রাইভার, শ্রমিক ও চাকুরে' শিরোনামে আমার গত লেখায় কিছু তর্জন-গর্জন ছিল। সমালোচনাপ্রধান আমার সেই লেখাতে কর্ণফুলির প্রধান সাম্পানওয়ালার প্রতিও বিস্তর খিস্তি খেউড় বর্ষিত হয়েছিল। আমার বর্তমান লেখায় এখন আমি তাঁর উদ্দেশ্যে সুধাবর্ষণ করতে যাচ্ছি– সেটা বললে বোধ হয় বেশী বলা হয়ে যায়। তবে কিছু বাস্তবতাকে তুলে না ধরলেই নয়।

ব্যক্তি বনি আমিনের সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও নেই। তবে মানুষের লেখা বা অন্য যে-কোনো শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়েও কিন্তু তাকে কিছুটা চেনা যায়। দীর্ঘদিন কর্ণফুলির প্রধান সাম্পানওয়ালার লেখা পড়ে এবং তাঁর আন্তর্জাল পত্রিকা কর্ণফুলির ধরণ-ধারণ পর্যবেক্ষন করে তাঁকে যে-টুকু চিনেছি তাতে বলা যায় যে, প্রথমতঃ তিনি একজন স্পষ্টবাদী ও সাহসী লোক। তবে তাঁর এই স্পষ্টবাদিতার মধ্যে মাঝে মাঝে ভুল তথ্য থেকে যায়, যার ফলে তাঁর সাম্পান প্রায়ই একদিকে কাত হয়ে পড়ে। এতে করে অনেক মানুষ তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। যদিও তিনি তার পরিণতির ব্যাপারে কোনো তোয়াক্কা করেন না। দ্বিতীয়তঃ শুধু তাঁর লেখা নয়, বিভিন্ন লেখকের বৈচিত্রময় লেখা কর্ণফুলিতে প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকসমাজে এক ধরণের হৈ-চৈ ফেলে দিতে তিনি পছন্দ করেন। বিতর্কিত বিষয় হলে তো আর কথাই নেই। এর ফলে যে থুতু নিক্ষিপ্ত হয়, তার কিছু অংশ এত বেশী খাড়াভাবে উর্ধ্বে উঠে যায় যে, অনেক সময় তা তাঁর নিজের গায়েও এসে পড়ে। তবে মজার কথা হলোঃ এই ব্যাপারটা তিনি উপভোগ করেন, কারণ এটা তাঁর জন্য 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার'। নির্দ্বিধায় গা মুছে নিয়ে পরম উৎসাহে অনুরূপ ধরণের পরবর্তী কাজে হাত দেন। তৃতীয়তঃ জনাব বনি আমিনের মধ্যে উঁচু মাত্রার গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা রয়েছে। নিজে যেমন অন্যকে পাকড়াও করতে পছন্দ করেন, তেমনি অন্য কেউ তাঁকে আক্রমণ করলেও একটুও বিচলিত হন না। সেই আক্রমণাত্মক লেখা তিনি অকপটে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বা সংকোচন ব্যতিরেকেই তাঁর কর্ণফুলিতে প্রকাশ করেন, যার প্রমাণ তিনি আমার গত লেখা প্রকাশের মাধ্যমে দিয়েছেন (লেখাটি পড়ার জন্য অনুগ্রহ করে এখানে টোকা দিন)।

এজন্য এই মুহূর্তে তাঁকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি সুনিশ্চিত যে, অন্য যে-কোনো 'আন্তর্জাল পত্রিকা'-র যে-কোনো 'মহাসম্পাদক মহোদয়' তাঁরই বিরুদ্ধে সরাসরি এভাবে লেখা কারও নিবন্ধের জন্য তাঁরই নিজস্ব ওয়েব ম্যাগাজিনে এমন করে জায়গা ছেড়ে দিতেন না।

আমার আগের সেই লেখাতে আমি উল্লেখ করেছি যে, অস্ট্রেলিয়া থেকে বাংলাদেশের নিজ বাসভূমে প্রত্যাবর্তনের পর মনের স্বাভাবিক তাগিদেই বর্তমানে বিদেশ থেকে প্রকাশিত, বিশেষতঃ অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক আন্তর্জাল পত্রিকাগুলোর জানালা দিয়ে মাঝে মাঝেই উঁকি দেই। যদিও মানুষের মনে দুঃখ দেয়া অনুচিত, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে। কোনো কোনো 'আন্তর্জাল পত্রিকা' স্রেফ পোস্টারসর্বস্ব। সেগুলোতে শিল্প-সাহিত্যভিত্তিক দু'একটা লেখা যা-ও বা প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে কিছু কিছু লেখা গুণগতভাবে এত বেশী নিম্নমানের যে, স্পষ্ট টের পাওয়া যায়ঃ 'সম্পাদক মহাশয়'-এর শৈল্পিক রুচি ও সাহিত্যিক জ্ঞান শুধু শূন্যের কোঠায় বললে ভুল বলা হবে, তারও অনেক নীচে।

আবার কোনো কোনো আন্তর্জাল পত্রিকার 'আবাসপৃষ্ঠা' বা 'হোমপেজ'-এর সে কি বাহার! চেয়ে থাকলে দু'চোখ জুড়িয়ে যায়। যেখানেই উঁকি দাও, পরতে পরতে কেবল সাজুগুজু! কিন্তু ভেতরটা অন্তঃসারশূন্য। এই ম্যাগাজিনগুলো যেন বাংলাদেশের স্বল্পশিক্ষিতা সুন্দরী পল্লীবালার মতো। আচম্‌কা দেখলে রূপের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কিন্তু রূপসী যেইমাত্র মুখ খুলে বলে, ''বেহায়ার লাহান আমার দিকে এমুন কইরা চাইয়া কি দ্যাখতাছেন?'', তক্ষুনি মনের সকল আবেগ ও রোমান্স্ কর্পূরের মতো উবে যায়।

অনুমান করি, কতিপয় 'সম্পাদক মহাশয়' তাঁদের ওয়েব ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখার বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অতিমাত্রায় খুঁতখুঁতে। আমার এই অনুমানের কারণ হলো এই যে, তাঁদের পত্রিকায় কোনো স্পর্শকাতর বা বিতর্কিত লেখা তেমনভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। সম্ভবতঃ লেখাতে সামান্য স্পর্শকাতরতা থাকলেও তাঁরা তা খারিজ করে দেন, তা সেই লেখা গুণগতভাবে যতোই সমৃদ্ধ হোক না কেন। এই সম্পাদক মহাশয়গণ শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনকে খুব সম্ভবতঃ এমন এক চারণক্ষেত্র হিসেবে ধরে নিয়েছেন, যেখানে 'ভদ্দরলোক গরু-ছাগল'-এর মতো মেপে মেপে পা ফেলে চরে বেড়াতে হবে। এঁরা ভুলে যান যে, সুরে বৈচিত্র না থাকলে যেমন ভালো গান হয় না, লেখাতেও তেমনি প্রাণছোঁয়া আবেগের পাশাপাশি কিছু আদিরস কিংবা সাংস্কৃতিক চড়-চপেটাঘাত থাকা দরকার, নইলে তা সৃজনশীল কোনো সাহিত্য-কর্ম বলে গণ্য হয় না। গায়ে কাদা লাগার যদি এতই ভয় থাকে, তবে এ-পথ মাড়ানো কেন!

আজকালকার 'কবি-সাহিত্যিকদের'-ও বলিহারি রচনা-প্রতিভা! যে লেখাতেই গুঁতো মারি, সেটাই দেখিঃ হয় ব্যক্তিগত রোজনামচা, নয়তো সস্তা প্রেমের কবিতা বা কাহিনী। আসল কথাঃ সম্পাদক, কলামিস্ট, সাহিত্যিক, ইত্যাদি হতে তো আর পরীক্ষা পাশ

দিতে হয় না– হয়ে বসলেই হলো। সাহিত্য-যশের কাঙ্গালদের জন্য অধুনা লেখালেখির আরেকটা সস্তা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছেঃ- বিষয়বস্তু না পেলেই 'স্বাধীনতা' কিংবা 'মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে যেনতেন প্রকারে লিখতে শুরু করে দেওয়া। সবাই না ভাবলেও অন্ততঃ কিছু লোক তো ভাববে যে, না বাবা, লেখক একজন আঁতেল মানুষ! লেখার ক্ষমতা বা সৃজনশীলতা না থাকলে শুধু উঁচুদরের বিষয়বস্তু নির্বাচনের মাধ্যমেই যে সাহিত্যকর্ম তৈরী করা যায় না– এ সত্যটা তাদের গোবরপোরা মস্তিষ্কে নেই। এ জাতির বড়ো দুর্ভাগ্য যে, শুধু লেখালেখির অঙ্গনে নয়, আমাদের এত গর্বের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের অঙ্গনেও বড্ডো গরীবি হাল। সুভাষ দত্তের সেই 'অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী', হুমায়ুন আহ্মেদের 'আগুনের পরশমণি ' আর হালের তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না'-সহ এই মুহূর্তে মনে-না-পড়া হাতে গোণা অল্প কিছু ছবি ছাড়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ভালো ছবি আর হলো কই! অথচ ভালো ছবির প্রেক্ষাপট হিসেবে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুবই উপযোগী ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের সাংস্কৃতিক দৈন্যতার কারণেই সব আজ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। সাহিত্যের অবস্থাও তথৈবচ, যা আগেই উল্লেখ করেছি।

কিছু মানুষের লেখালেখির কোনো ক্ষমতাই নেই, অথচ 'কেউকেটা' হওয়ার খুব বাসনা। অসুবিধা কোথায়! একটা নামকাওয়াস্তে ফাঁপা সংগঠন খুলে বসলেই হয়। সঙ্গে একটা ওয়েবসাইটের সাইনবোর্ড হলে আরও ভালো। মাঝে মাঝে 'কর্মতৎপরতা' প্রদর্শন করতে হবে। ব্যস্, ওতেই কার্যসিদ্ধি হবে। আবার বিস্তর ভুল বানান বা ভুল বাক্য থাকলেও কারো কারো হয়তো লেখালেখি সামান্য আসে। কিন্তু পাবলিক তেমন খায় না। সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নেই। লেখার গুণের দরকার নেই, গুণ্তিতে বাড়িয়ে দিলেই হলো! রাশি রাশি লিখতে থাকো, শ্রাবণের বারিধারার মতো কলমের কালি ঝরাতে থাকো– একদিন মানুষ তোমাকে চিনবেই– 'কেউকেটা' হিসেবে না-ই বা চিনুক, 'কেউটে' হিসেবে তো চিনবেই!

ঢাকা, ১৪/০১/২০১২, ইমেইল # mohiuddinshanu@gmail.com

মহিউদ্দিন শানু'র আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন